23425 - পাপীর উপর পাপরে কুফল

প্রশ্ন

আমি নজিরে হজ্জ আদায় করছে। হজ্জ করার কয়কে মাসরে মধ্যে আমি হজ্জ কবুল হওয়ার কোন আলামত দখেনি; যমেন- নকেীর কাজে এগয়িে আসা। বরং আমি অনকে অনকে পাপ কাজে লপি্ত হয়ছে। পররে বছর আমি আমার মৃত মা-এর পক্ষ থকেে হজ্জ আদায় করার সদ্ধিান্ত নয়িছে। আমি এক শাইখকে জজ্ঞিসে করছে, তনিি আমাকে মা-র পক্ষ থকেে হজ্জ আদায় করার এবং বশেি বশেি ইস্তগিফার ও কায়মনোবাক্যে দোয়া করার ফতোয়া দয়িছেনে। আমি এক হজ্জ কাফলোর সাথে আমার মায়রে পক্ষ থকেে হজ্জ আদায় করছে। বদিায়ী তাওয়াফকালে প্রচণ্ড ভীড় ছলি। ভীড়রে মধ্যে আমি এক চক্কর শষে করে আরকে চক্কর এর সামান্য কছিু আদায় করে ছাদে উঠছে। গ্রাউন্ড ফ্লোরে প্রচণ্ড ভীড়রে কারণে ঠকি কোন স্থানে আমি তাওয়াফ স্থগতি করছেলিাম তা জানতে পারনি। কন্তিু, ছাদে তাওয়াফ শুরু করার আগে আমি চষ্টো করছে যাতে করে আমি নীচে যে স্থানে তাওয়াফ স্থগতি করছে ঠকি সে স্থান থকেে তাওয়াফটা শুরু হয়। এভাবে আমি তাওয়াফ শষে করছে।

শষেবাররে হজ্জরে পরে আমি যদি পাপরে দকিে অগ্রসর হই -কত পাপইে তো লপি্ত হয়ছে- তখন মানসকি অস্বস্তি ও কাঠন্যি অনুভব কর। আর যদি নকেে আমলরে দকিে অগ্রসর হই তখন মজা লাগ। আমি বর্তমান যামানায় ইসলাম ও ইসলাম-ধারণকারীদরে প্রতি সত্যকিার আবগে-অনুভুতি লালন কর। আমি আমার দুই হজ্জ ও তাওয়াফরে ব্যাপারে ব্যাপারে দুঃশ্চন্তিাগ্রস্ত...। দয়া করে আমাকে ফতোয়া জানাবনে।

প্রয়ি উত্তর

আলহামদু লল্লিাহ।.

এক: প্রশ্নকারী ভাই, আমরা আপনাকে ছগরিা-কবরিা সকল গুনাহ্ থকেে দূরে থাকার উপদশে দচ্ছি। পাপ থকেে আপনি সর্বোচ্চ সাবধানতা অবলম্বন করুন। কারণ পাপীর ওপর পাপরে খারাপ প্রভাব থাকবইে। ইবনুল কাইয়্যমে এর বাণী থকেে পাপরে কছিু কুফল আপনার সমীপে পশে করছ:

১। ইল্ম অর্জন থকেে বঞ্চতি হওয়া। কারণ ইল্ম হচ্ছ– নূর; যা আল্লাহ্ অন্তরে ঢলেে দনে। পাপ এ নূরকে নভিয়িে দয়ে। ইমাম শাফয়েি যখন ইমাম মালকেরে সামনে বসে পড়া শুরু করলনে তখন ইমাম মালকে তার বচিক্ষণতা, প্রখর-মধো ও পরপিূর্ণ-বোধশক্তি দখেে অভভিূত হয়ে বললনে: “আমি দখেতে পাচ্ছি আল্লাহ্ তোমার অন্তরে নূর ঢলেে দয়িছেনে। সুতরাং এ নূরকে গুনাহ্ দয়িে নভিয়িে ফলো না”।

২। রযিকি থকেে বঞ্চছতি হওয়া। মুসনাদে আহমাদে সাওবান (রাঃ) থকেে বর্ণতি আছে, তনিি বলনে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেনে: "নশ্চিয় মানুষ পাপ করার কারণে রযিকি থকেে বঞ্চছতি হয়"[সুনানে ইবনে মাজাহ (৪০২২), আলবানী সহহি ইবনে মাজাহ গ্রন্থে হাদসিটকিে 'হাসান' আখ্যায়তি করছেনে]

৩। পাপী ও তার প্রতপিালকরে মাঝে এবং পাপী ও মানুষরে মাঝে দূরত্ব তরৈী হয়। জনকৈ পূর্বসুরি আলমে বলনে: "আমি আল্লাহ্র অবাধ্য হলে সটোর কুফল নশ্চিতিভাবে আমার বাহন ও আমার স্ত্রীর আচরণে দখেতে পাই"।

৪। পাপী ব্যক্তরি যে কোন কাজ কঠনি হয়ে যায়: সে যে কাজে হাত দয়ে তার মুখরে উপর সে পথ রুদ্ধ হয়ে যায় কংিবা কঠনি হয়ে যায়। যভোবে মুত্তাকী ব্যক্তরি জন্য যে কোন কাজ সহজ হয়ে যায়।

৫। পাপী ব্যক্তি অন্তরে অন্ধকার ভাব অনুভব করে যভোবে সে রাতরে অন্ধকারকে অনুভব করে। এভাবে তার অন্তররে উপর পাপরে অন্ধত্ব দৃষ্টশিক্তরি ইন্দ্রয়িগ্রাহ্য অন্ধত্বে পরণিত হয়। কারণ আল্লাহ্র আনুগত্য হচ্ছে– আলো। আর পাপ হচ্ছে– আধাঁর। যখনই অন্ধকার প্রগাঢ় হয়ে উঠে তখনি তার হত-বুদ্ধতিা বড়েে যায়; এমনকি সে নজিরে অজান্তে বদিাত, পথভ্রষ্টতা ও ধ্বংসাত্মক কর্মে লপি্ত হয়ে পড়ে। যভোবে অন্ধ ব্যক্তি রাতরে আধাঁরে একাকী হাঁটলওে টরে পায় না। এই অন্ধত্ব শক্তশিালী হতে হতে এক পর্যায়ে চোখে দখো দয়ে, এরপর চহোরাতওে দখো দয়ে। শষেমষে এমন কালো হয়ে যায় যে, যে কউে সটো দখেতে পায়। আব্দুল্লাহ্ বনি আব্বাস (রাঃ) বলনে: "নকে কাজ চহোরায় উজ্বলতা, অন্তরে আলো, রযিকিে প্রশস্ততা, শারীরকি শক্তি ও মানুষরে মনে ভালোবাসা আনয়ন করে। আর বদকাজ চহোরায় কালমিা, অন্তরে আঁধার, শারীরকি দুর্বলতা, রযিকিরে ঘাটতি ও মানুষরে মনে ঘৃণা আনয়ন করে"।

৬। নকে আমল করা থকেে বঞ্চছতি হওয়া। যদি পাপরে অন্য কোন শাস্তি নাও থাকত, তবে এটাই পাপরে শাস্তি যে এটি একটি পূণ্যকে প্রতহিত করে; পাপরে স্থলে যে পূণ্যটি সম্পাদতি হতে পারত এবং অপর একটি পূণ্যরে রাস্তা কর্তন করে দয়ে। এভাবে পাপরে কারণে পাপী লোকরে পূণ্য অর্জনরে তৃতীয় রাস্তা, চতুর্থ রাস্তা একরে পর এক অবরুদ্ধ হতইে থাকে। ফলে পাপী লোক পাপরে কারণে অনকে নকেী থকেে বঞ্চছতি হয়। যে নকেীর প্রত্যকেটি দুনয়িা ও দুনয়িার উপর যা কছিু আছে সবকছিু থকেে উত্তম। এর উদাহরণ হচ্ছে সে ব্যক্তরি মত যে ব্যক্তি একবার খাবার খয়েে দীর্ঘ সময়রে জন্য অসুস্থ হয়ে পড়ছে, যে অসুস্থতার কারণে সে ব্যক্তি উক্ত খাবাররে চয়েে আরো ভাল ভাল অনকে খাবার থকেে বঞ্চছতি হয়ছে। আল্লাহ্ই সহায়।

৭। পাপে পাপ টনেে আনে, পাপে পাপ জন্ম দয়ে; এক পর্যায়ে পাপ পরহিার করা ও এর থকেে বরেয়িে আসা বান্দার জন্য কঠনি হয়ে পড়ে।

৮। পাপ মনরে ইচ্ছাকে দুর্বল করে দয়ে। মনরে ইচ্ছা দুর্বল হয়ে পড়লে পাপরে ইচ্ছা শক্তশিালী হয়ে উঠে। ধীরে ধীরে তওবা করার সংকল্প দুর্বল হয়ে পড়ে। এক পর্যায়ে তওবা করার ইচ্ছা অন্তর থকেে নর্িমূল হয়ে যায়।... এরপর কউে হয়তো মুখে

মুখে অনেক ইস্তগিফার ও মথি্যা তওবা করে; অথচ তার অন্তর পাপ সম্পাদনে দৃঢ়চত্তি, অনড় ও সংকল্পবদ্ধ; যখন সুযোগ হয়। এটি মহামারী ও ধ্বংসাত্মক বমিার।

৯। পাপীর অন্তর থকেে পাপরে প্রতি ঘৃণাবোধ চলে যায়; এক পর্যায়ে পাপটা তার অভ্যাসে পরণিত হয়। তখন মানুষ তাকে পাপরে মধ্যে দখেছে বা তার সমালোচনা করছে এগুলোতে তার সংকোচ হয় না।

পাপীদরে কাছে এটি বপেরোয়ার চূড়ান্ত সীমা ও পরপিূর্ণ মজা। এ পর্যায়ে এসে তারা পাপে লপি্ত হয়ে গর্ববোধ করে এবং যারা তার পাপে লপি্ত হওয়ার কথা শুননে িতাদরেকওে সে নজিরে পাপরে কথা অবহতি করে। সে মানুষকে ডকেে বলে: এই অমুক, আমি এই এই করছে।ি এ শ্রণেীর লোকদরে বশেরি ভাগ ক্ষত্রেে ক্ষমা করা হয় না, তাদরে তওবার দরজা রুদ্ধ ও বন্ধ করে রাখা হয়। যমেনটি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেনে: "আমার সকল উম্মত ক্ষমার্হ; শুধু প্রকাশ্যে-পাপকারীরা ছাড়া। প্রকাশ্য পাপরে মধ্যে এটাও পড়ে যে, আল্লাহ্ বান্দার গুনাহকে ঢকেে রখেছেনে। কন্িতু, বান্দা সকালে জগেে উঠে নজিইে নজিকেে উন্মুক্ত করে দলি। বলে: ওহে অমুক! আমি অমুক দনি অমুক অমুক কাজ করছে।ি এভাবে সে নজিে নজিকেে বইেজ্জত করে। অথচ গোটা রাত আল্লাহ্ তাকে ঢকেে রখেছেলিনে।"[সহহি বুখারী (৫৯৪৯) ও সহহি মুসলমি (২৭৪৪)]

১০। পাপ যখন অনকে বড়েে যায় তখন পাপীর অন্তররে উপর মোহর বা সলি মরেে দওেয়া হয়। যার ফলে সে গাফলেদরে অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়ে। তাই জনকৈ পূর্বসুরি আলমে আল্লাহ্র বাণী: "কখনও নয়; বরং তারা যা করত সটোই তাদরে অন্তরে রা-ন (পাপরে আবরণ) ফলেছে" সম্পর্কে বলনে: তা হচ্ছ– পাপরে পর পাপ করা।

এ কথার বশি্লষেণ এভাব– পাপরে কারণে অন্তরে মরচিা পড়ে। পাপ যখন বড়েে যায় তখন মরচিা জটলি আকার ধারণ করে এক পর্যায়ে সটো রা-ন (পাপরে আবরণ) পরণিত হয়। তারপরও মরচিা বাড়তে বাড়তে 'সলিগালা' ও তালাবদ্ধ' অবস্থায় পরণিত হয়। তখন অন্তরটা একটা আবরণ ও আচ্ছাদনরে ভতেরে থাকে। যদি তার এ অবস্থা হদোয়তেপ্রাপ্তি ও ইল্ম অর্জনরে পর ঘটে থাকে তাহলে তার অন্তরটি উল্টে যায়; অর্থাৎ উপররে অংশ নীচে চলে যায়। তখন শয়তান তার উপর সম্পূর্ণ নয়িন্ত্রণ নয়িে নয়ে এবং তাকে যভোবে ইচ্ছা সভোবে পরচিালনা করে।

দুই:

আপনি বলছেনে: "আপনি হজ্জ আদায় করছেনে, কন্িতু হজ্জ কবুল হওয়ার কোন আলামত দখেনেনি। বরং আরও বশেি পাপ করছেনে" এর উত্তরে বলা যায়: আমল কবুলরে বষিয়টি আল্লাহ্র কাছে। কউে এ নশি্চয়তা দয়োর সাধ্য রাখে না যে, আপনার আমল কি কবুল হয়ছে;ে নাকি হয়নি?

মুমনি নকে আমল করে যায়, কন্িতু সে জানে না আমলটি কি আল্লাহ্ কবুল করছেনে; নাকি কবুল করনেনি?

এমনকি ইবনে উমর (রাঃ) বলছেনে: আমি যদি জানতে পারতাম যে, আল্লাহ্ আমার একটি নকে আমল কবুল করছেনে তাহলে

মৃত্যু আমার কাছে সবচেয়ে প্রিয় গায়েবী বিষয় হত। কেননা আল্লাহ্ বলেছেন: "তিনি শুধু মুত্তাকীদের আমল কবুল করেন"।

মানুষের কর্তব্য হচ্ছে– বেশি বেশি নেকি আমল করা, আমলটি যেন আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের নির্দেশ মোতাবেক হয় সেজন্য প্রাণান্তকর চেষ্টা করা। এর মাধ্যমে সে ব্যক্তি তার দায় সম্পন্ন করল। এরপর সে আল্লাহ্র কাছে কবুল হওয়ার জন্য প্রার্থনা করবে।

প্রিয় প্রশ্নকারী ভাই, আপনি যদি হজ্জের নির্দিষ্ট কার্যাবলি থেকে বিরত থেকে সহিহভাবে হজ্জ করে থাকেন তাহলে পুনরায় হজ্জ আদায় করা আপনার উপর আবশ্যকীয় নয়। আপনি পাপে লিপ্ত হওয়ার সাথে হজ্জ শুদ্ধ হওয়া বা না-হওয়া সম্পৃক্ত নয়। কিন্তু, পাপের কারণে আপনি জিজ্ঞাসিত হবেন। অতএব, সময় ফুরিয়ে যাওয়ার আগে অবিলম্বে তওবা করে নিন।

তিনি: আপনি উল্লেখ করেছেন যে, আপনি তাওয়াফ করছিলেন, এরপর প্রচণ্ড ভীড়ের কারণে ছাদে উঠেছেন। এ মাসয়ালাটি হচ্ছে– 'তাওয়াফের মধ্যে পরম্পরা রক্ষা করা' সংক্রান্ত মাসয়ালা। স্থায়ী কমিটির আলেমগণকে সমজাতীয় একটি প্রশ্ন করা হলে উত্তরে তাঁরা বলেন: "তাওয়াফ স্থগিত করে উপরের তলা দিয়ে বাকী তাওয়াফ সম্পন্ন করতে কোন অসুবিধা নেই"।[ফাতাওয়াল লাজনাহ্ আদ-দায়িমা (১১/২৩০, ২৩১, ২৩২)]

তাওয়াফ শুরু করতে হবে ঠিক যেই স্থানে তাওয়াফ স্থগিত করেছিলি ঐ স্থান থেকে। স্থানটি নির্ধারণ করার জন্য আপনি যে চেষ্টা করেছেন সে সম্পর্কে বলব: যদি কেউ একীন বা নিশ্চিত তথ্যে পৌঁছতে না পারে তাহলে সে ব্যক্তি প্রবল ধারণার ভিত্তিতে আমল করতে পারেন। যেহেতু 'যে ব্যক্তি নামাযের মধ্যে দ্বিধাদ্বন্দে পড়ে গেছেন সে কি তিনি রাকাত পড়েছেন না চার রাকাত' তার ব্যাপারে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: "সে ব্যক্তি সঠিকটা জানার চেষ্টা করবে। তারপর ওটাকে- চেষ্টা লব্ধ জ্ঞানকে- ভিত্তি করে নামায পূর্ণ করবে। এরপর সালাম ফিরাবে এবং সালাম ফিরানোর পর দুটো সিজদা দিবে"।[সহিহ বুখারী (৪০১) ও সহিহ মুসলিম (৫৭২), আল-শারহুল মুমতি (৩/৪৬১)]

এই আলোচনার আলোকে বলা যায়, আপনার ছাদে উঠে তাওয়াফ সমাপ্ত করা এবং তাওয়াফ শুরু করার সময় স্থগিত করার স্থান কোনটি সেটা জানার জন্য চেষ্টা করা: এ সংক্রান্ত বিষয়ে ইনশাআল্লাহ্ আপনার উপর কোন কিছু আবশ্যক নয়।

আল্লাহ্ই সর্বজ্ঞ।